শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: শিল্প ও সংস্কৃতি | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: শিল্প ও সংস্কৃতি

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর বই, বন্ধুখাতা, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, পাপেট, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

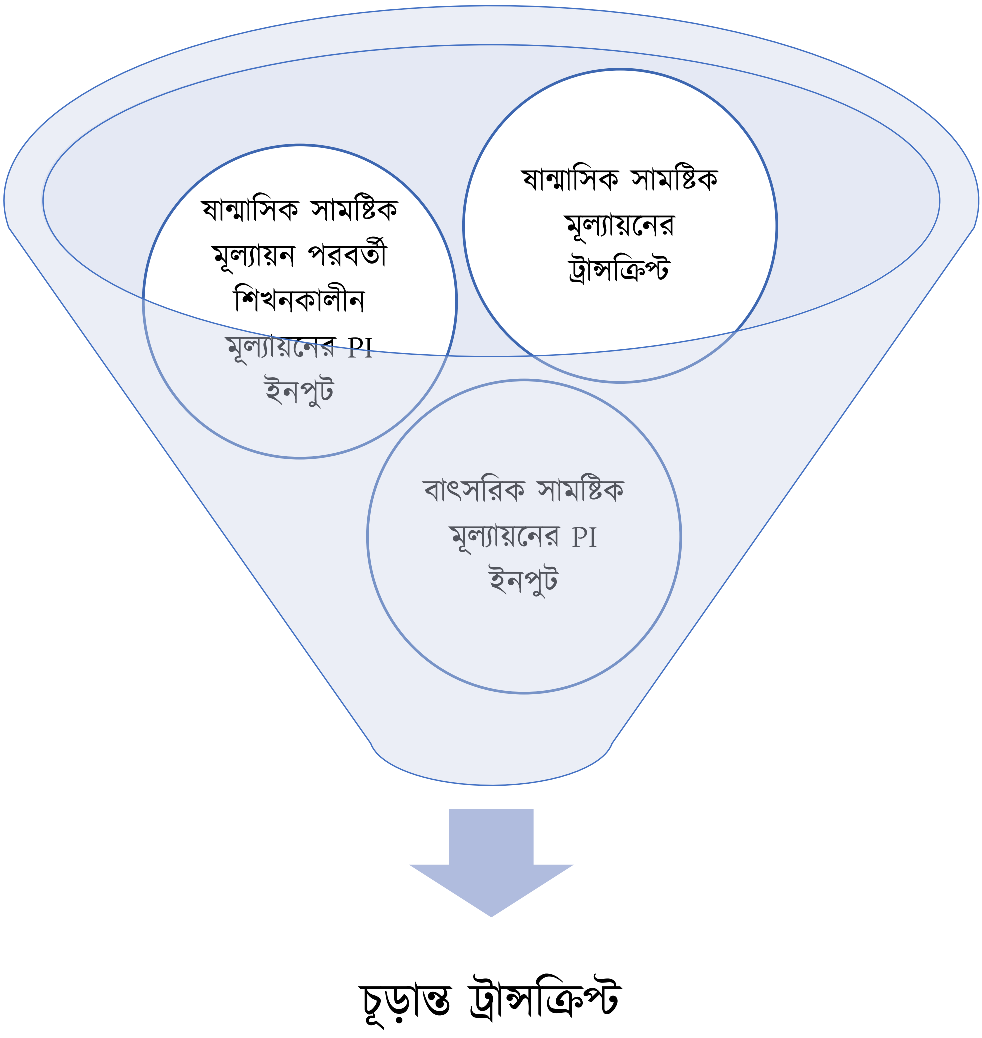

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে ৫ ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, পাপেট/মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সক্রিয়তা, পরিকল্পনা এবং প্রতিটি কার্যক্রম সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের নিজের কাজগুলো নিজে করার বিষয়ে সতর্ক করতে হবে অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর প্রতিবেদন অন্যজন কপি করছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের কাজ সময়মতো জমা নিতে হবে এবং জমা দেওয়া কাজের কপি যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।
- পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই করার সময় সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো (Performance Indicator-PI) শনাক্ত করে উক্ত পি আই এর মাত্রা (পরিশিষ্ট ১ অনুযায়ী) নির্দিষ্ট করতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  ৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

  ৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

  ৬.৩ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে যেকোনো একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা, এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/ উপভোগ করতে পারা।

  ৬.৫ নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।

- কাজের সারসংক্ষেপ

  শিক্ষার্থীরা মুল্যায়নের উৎসবের দিনে শ্রেণিকক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবে। প্রদর্শনীর নাম হবে **"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে"**। প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীরা সারা বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রদর্শন ও পরিবেশন করবে।

  প্রদর্শনী/পরিবেশনার জন্য যা যা করতে হবে-

  - প্রদর্শনীটি আয়োজন করার জন্য শ্রেণিকক্ষ নিজেদের সাজাতে হবে। শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী (বিভিন্ন ধরনের ঝালর, পাখি, মাছ, ফুল বা অন্য যেকোনো কিছু) তৈরি করবে।
  - ষষ্ঠ শ্রেণির বন্ধুখাতা নিয়ে আসবে।
  - নিজের মতো একটি কথোপকথন/গল্প লিখে বা নিজের পছন্দমতো ষষ্ঠ শ্রেণির অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে কোনো গল্প বাছাই করবে।
  - গল্প অনুযায়ী একক বা দলগতভাবে আঙ্গুল/হাত পাপেট বানিয়ে উপস্থাপনা করবে। আঙ্গুল পাপেট বা হাত পাপেট দিয়ে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে গানও পরিবেশন করা যাবে।

উপকরণ:

- ঝালর, পাখি, ফুল, মাছ, পাপেট বা অন্য যে কোনো কিছু তৈরির জন্য পুরোনো খবরের কাগজ বা ব্যবহৃত কাগজ, রঙিন কাগজ, কাঁচি, আঠা, রঙ, সুতা/দড়ি বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে। তবে যদি কোনো শিক্ষার্থী বা দল উপকরণ না আনে সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় তাদের উপকরণ সরবরাহ করবে।

ধাপসমূহ:

- **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**
  - **"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে"** প্রদর্শনীটি আয়োজন করার জন্য শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ সাজাতে হবে। শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য বিভিন্নরকমের ঝালর বানাতে হবে এবং কাগজ বা পাতা দিয়ে পাখি, ফুল, মাছ বা অন্য যে কোনো কিছু তৈরি করতে হবে। ঝালর তৈরি করার সময় বিভিন্ন রকমের নকশা ব্যবহার করবে।
  - তৈরিকৃত ঝালর, পাখি, ফুল, মাছ বা অন্য যা কিছু বানাবে তা শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীর নামসহ জমা দিয়ে যাবে।
  - ষষ্ঠ শ্রেণির যেকোনো বিষয় থেকে পছন্দের একটি গল্প বা ঘটনা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের (একক/দলগতভাবে) বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বাছাইকৃত গল্পটি দিয়ে পরবর্তী সেশনে তাদের আঙ্গুল পাপেট বা হাত পাপেটের চরিত্রগুলো তৈরি করতে বলবেন। পাপেট দিয়ে মূল্যায়ন উৎসবে কিভাবে পরিবেশন করবে তা শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা করতে বলবেন।
  - বাছাইকৃত গল্পের নাম বা বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনা শিক্ষকের কাছে জমা দিয়ে যাবে।
  - হাত পাপেট বানালে তার দলগত পরিবেশনা হবে। সেজন্য শিক্ষক ৪/৫ জনের দল গঠন করে দেবেন অথবা শিক্ষার্থীরা ৪/৫ জন করে দল গঠন করবে। প্রতিটি দল তাদের দলের নাম নির্বাচন করবে এবং দলের নাম ও রোল নম্বরসহ সদস্যদের নাম শিক্ষকের কাছে কাগজে লিখে জমা দিবে।

এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

- শিক্ষার্থী কাগজের বা পাতার ঝালর, পাখি, ফুল, মাছ বা অন্য যেকোনো কিছু তৈরি করতে পারছে না অথবা একটি উপকরণ তৈরি করতে পেরেছে অথবা একের অধিক উপকরণ তৈরি করতে পেরেছে, তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৬.১.১)।
- প্রাসঙ্গিক গল্প বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারছে না অথবা প্রাসঙ্গিক গল্প বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারছে কিন্তু সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারছে না অথবা নির্বাচিত গল্প বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পেরেছে, তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৬.২.১)।

- **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**
    - পূর্ব সেশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা আঙ্গুল পাপেট বা হাত পাপেট তৈরি করবে।
    - এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এককভাবে আঙ্গুল পাপেট অথবা দলগতভাবে হাত পাপেট বানাবে। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, উপকরণ ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে শিক্ষার্থীরা কিভাবে পাপেট তৈরি করবে তার নির্দেশনা প্রদান করে দিবেন।
    - পাপেট তৈরি করে জমা দিবে।

এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

- শিক্ষার্থীরা পাপেট তৈরি করতে পেরেছে কি না অথবা যথোপযুক্ত হয়েছে কি না অথবা দক্ষতার সাথে করতে পেরেছে কি না, তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৬.১.২)।

- **ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ৫ ঘন্টা/৩০০ মিনিট)**
    - শিক্ষার্থীরা **"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে"** প্রদর্শনীটি আয়োজন করার জন্য শ্রেণিকক্ষ নিজেরা সাজাবে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের তৈরিকৃত বিভিন্নরকমের কাগজের বা পাতার ঝালর, পাখি, ফুল, মাছ বা অন্য যে কোনো কিছু (শিক্ষকের কাছে জমাকৃত) দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজাবে।
    - ষষ্ঠ শ্রেণির বন্ধুখাতা প্রদর্শনীতে রাখবে।
    - পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরিকৃত পাপেট দিয়ে এককভাবে অথবা দলগতভাবে উপস্থাপন করবে। আঙ্গুল পাপেট বা হাত পাপেট দিয়ে উপস্থাপনা/পরিবেশনার সময় পাপেটের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনে আবৃত্তি করা বা গানও গাইতে পারে। শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, সময় বিবেচনা করে একক ও দলগত উপস্থাপনার জন্য সময় নির্ধারন করে দিবেন।
    - প্রতিটি দলের উপস্থাপনা অন্য কোনো দলের সদস্য ভিডিও করবে। ভিডিও করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মোবাইল (শিক্ষক বা অন্য কারো) ব্যবহার করা যেতে পারে।
    - সম্ভব হলে মূল্যায়নের দিন একজন পাপেট শিল্পী/চারু শিল্পী/অভিনয় শিল্পী/সংগীত শিল্পী/নৃত্য শিল্পীকে আনা যেতে পারে।

এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

- এই সেশনে বন্ধুখাতা মূল্যায়ন করবেন (PI ৬.৫.১)।

- শিক্ষার্থীদের আয়োজিত প্রদর্শন/পরিবেশনা সাধারণভাবে/সাবলীলভাবে/দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছে কি না, তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৬.৩.১)।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর

ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন। **এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।**

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

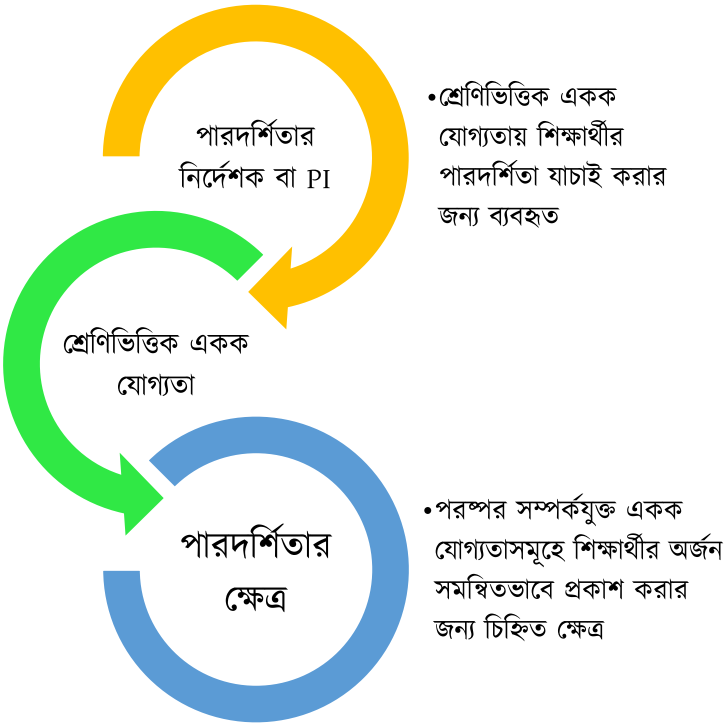

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

২। নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

৩। যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায়	৬.১.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করতে পেরেছে। ৬.১.২ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একক‌যোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	
	৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	৬.২.১ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ভাব ও অনুভূতিকে কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোন শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, এক্ষেত্রে ৬.১ ও ৬.২ একক যোগ্যতা নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে
২। নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে
৩। যাপিত জীবনে নান্দনিকতা	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৩টি (৬.১.১, ৬.১.২, ৬.২.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৩টি PI এর মধ্যে ২টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে অথবা কোনটিতেই মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পায়নি।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৩টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\textbf{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{২ - ১}{৩} * ১০০\% = ৩৩\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৩৩% হলে ওই শিক্ষার্থীর ‘পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **‘অগ্রগামী (Advancing)’**। ৬ষ্ঠ শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে ‘পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

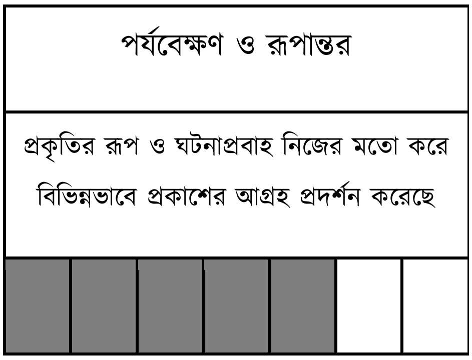

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

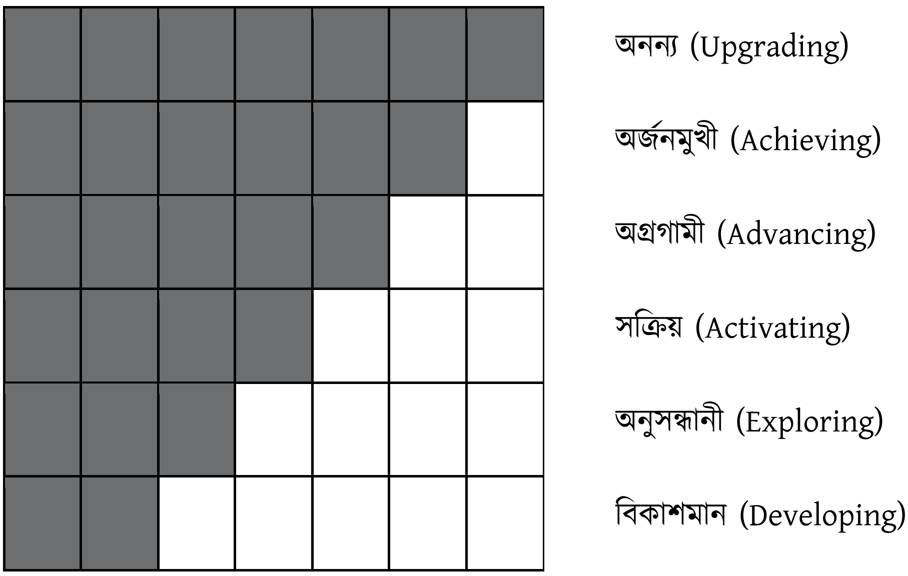

■							প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	৬.১.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করতে পেরেছে। ৬.১.২ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।
	৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	৬.২.১ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ভাব ও অনুভূতিকে কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোন শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে।
২। নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	৬.৩ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে যেকোন একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা, এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/ উপভোগ করতে পারা।	৬.৩.১ শিল্পকলার একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।
	৬.৪ বয়স উপযোগী অডিও ভিজুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাদ্ধমে অনুধাবন করে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা এবং পরিবেশ ও ঘটনার সংগে সংযুক্ত করতে পারা।	৬.৪.১ অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে নিজের অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে
৩। যাপিত জীবনে নান্দনিকতা	৬.৫ নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।	৬.৫.১ বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিক ভাবনার প্রকাশ করতে পারছে।

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ

করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্রময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	৬.১.১	প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করতে পেরেছে।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন করে তার বর্ণনা খুব সাধারনভাবে করছে।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন করে তার বিস্তারিত বর্ণনা করছে ।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করে তা তার কাজের মধ্যে স্বচ্ছন্দ প্রকাশ করছে।	উপকরন তৈরির ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (প্রথম কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			কাগজের বা পাতার ঝালর, পাখি, ফুল, মাছ বা অন্য যেকোনো কিছু তৈরি করতে পারছে না।	কাগজের বা পাতার একটি উপকরণ তৈরি করতে পেরেছে।	কাগজের বা পাতার একের অধিক উপকরণ তৈরি করতে পেরেছে।	
	৬.১.২	অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা প্রকাশ করেছে।	নিজের ভাব এবং অনুভূতিসহ শিখন অভিজ্ঞতার রুপান্তর করতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।	দলীয় উপস্থাপনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			আঙ্গুল/হাত পাপেট তৈরি করতে পারছে না।	আঙ্গুল/হাত পাপেট সাধারণভাবে তৈরি করতে পেরেছে।	আঙ্গুল/হাত পাপেট দক্ষতার সাথে তৈরি করতে পেরেছে।	
৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	৬.২.১	অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ভাব ও অনুভূতিকে কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোন শাখায় প্রকাশ করতে	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা বুঝে তা সাধারণভাবে বর্ণনা/প্রকাশ করেছে।	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে নিজের মতো মতো আঁকা/ গড়া/কণ্ঠশীলন/ভঙ্গি মাধমে প্রকাশ করেছে।	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে অনুভূতি ও কল্পনা মিশিয়ে সৃজনশীলভাবে শিল্পকলার একটি শাখায় প্রকাশ করেছে।	উপকরন তৈরি ও গল্প নির্বাচনের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (প্রথম কর্মদিবস)

		পেরেছে।				
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			প্রাসঙ্গিক গল্প বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারছে না।	প্রাসঙ্গিক গল্প বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারছে কিন্তু সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারছে না।	নির্বাচিত গল্প বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারছে।	
৬.৩ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে যেকোন একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা, এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/ উপভোগ করতে পারা।	৬.৩.১	শিল্পকলার একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় নিজের মতো করে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে।	অনিয়মিতভাবে বা বিভিন্ন সময়ে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			সাধারনভাবে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে।	সাবলীলভাবে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে।	পরিকল্পনা অনুযায়ী সাবলীলভাবে ও দক্ষতার সাথে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে।	
৬.৫ নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।	৬.৫.১	বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিক ভাবনার প্রকাশ করতে পারছে।	শ্রেণিতে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।	শ্রেণিতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।	শ্রেণিতে, বিদ্যালয় এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			বন্ধুখাতায় পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ পাচ্ছে।	বন্ধুখাতায় ও শ্রেণিসজ্জায় পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ পাচ্ছে।	বন্ধুখাতায়, শ্রেণিসজ্জায় ও প্রদর্শন/পরিবেশনায় পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ ও পরিমিতিবোধের প্রকাশ পাচ্ছে।	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি
	প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.১.২	৬.২.১	৬.৩.১	৬.৫.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : ষষ্ঠ**	**বিষয় :** শিল্প ও সংস্কৃতি	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করতে পেরেছে।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন করে তার বর্ণনা খুব সাধারনভাবে করছে।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন করে তার বিস্তারিত বর্ণনা করছে ।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করে তা তার কাজের মধ্যে স্বচ্ছন্দ প্রকাশ করছে।
৬.১.২ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।			
	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা প্রকাশ করেছে।	নিজের ভাব এবং অনুভূতিসহ শিখন অভিজ্ঞতার রুপান্তর করতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।
৬.২.১ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ভাব ও অনুভূতিকে কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোন শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে			
	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা বুঝে তা সাধারণভাবে বর্ণর্না/প্রকাশ করেছে	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে নিজের মতো মতো আঁকা/ গড়া/কণ্ঠশীলন/ভঙ্গি মাধমে প্রকাশ করেছে	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে অনুভূতি ও কল্পনা মিশিয়ে সৃজনশীলভাবে শিল্পকলার একটি শাখায় প্রকাশ করেছে।
৬.৩.১ শিল্পকলার একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।			
	শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় নিজের মতো করে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে।	অনিয়মিতভাবে বা বিভিন্ন সময়ে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।
৬.৪.১ অডিও ভিজুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে নিজের অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে			
	শিখন অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অডিও ও ভিজ্যুয়াল শোনায়/দেখায় অংশগ্রহণ করে তা বর্ণনা করতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অডিও ও ভিজ্যুয়াল শোনায়/দেখায় অংশগ্রহণ করে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা আলোকে নিজের মতামত দিতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অডিও ও ভিজ্যুয়াল শোনায়/দেখায় অংশগ্রহণ করে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা আলোকে নিজের মতামত দেওয়ার সময় অডিও ও ভিজ্যুয়ালকে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনার সাথে যুক্ত করতে পেরেছে।
৬.৫.১ বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিক ভাবনার প্রকাশ করতে পারছে।			
	শ্রেণিতে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।	শ্রেণিতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।	শ্রেণিতে, বিদ্যালয় এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও

	চাইছে	তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে
8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:
শ্রেণি :	বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি	

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ						
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে						

ভাষারীতি						
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে						

প্রায়োগিক যোগাযোগ						
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে						

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ						
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে						

মানবিক চিন্তন						
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে						

English

Communication						
Communicates with relevance to a given context						

Linguistic norms						
Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context						

Democratic practice						
Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly						

Creative expression						
Comprehends and relates to literary texts						

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান						
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে						

সংখ্যা ও পরিমাণ						
গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে						

জ্যামিতিক আকৃতি						
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে						

গাণিতিক সম্পর্ক						
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে						

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ						
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে						

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ